কী উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল শান্তিপুর কলেজ তা ভুলে গেলে চলবে না

এই মাটি তোর রত্ন ফলা:- ফলুকণে 'সোনা-কুড়াতে'
হীরের কুচি — নয় তা জ্যোতির্ময়,
মানুষ হ'ল যে সব ছেলে, তোর আদরের সোনামণিতে,
জ্ঞানের ধনি করল জয় জয়।
— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

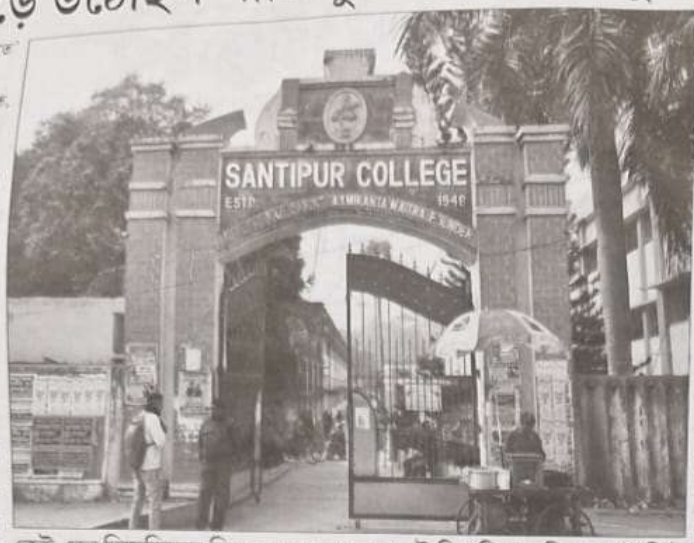

কেউ এনে দিয়েছিলেন নিজের সমস্ত গহনা। কেউ দিয়েছিলেন নিজের কষ্টার্জিত অর্থ। কেউ দিয়েছিলেন শ্রম। এলাকার মানুষদের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রসহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের চেষ্টায় এভাবেই গড়ে উঠেছিল শান্তিপুর কলেজ। একসময় তার শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল গোটা নদিয়া। কিন্তু সম্প্রতি শান্তিপুর কলেজে ছাত্র ভর্তি কমতে কমতে উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কলেজের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবার তৎপর হয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। সত্যনারায়ণ গোস্বামীর লেখা।

প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ, দক্ষিণ প্রবাহিনী গঙ্গা যার আঁচল হয়ে গোটা জনপদকে যেন স্নেহচ্ছায়ায় আগলে রেখেছে। সে যে আর পাঁচটা জনপদ থেকে বিশেষ হবে তা বলাই বাহুল্য। তাই সেই মধ্যযুগ থেকেই এই নগরকে সমৃদ্ধ করেছেন একেকজন কৃতী মানুষ। তাদের কত নাম উল্লেখ করবো! বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের উদ্বোধক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য থেকে শুরু করে, এই জনপদের আর এক অহংকার বাংলা রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝা, শ্রীচৈতন্য দেবের গৃহশিক্ষক কাশীনাথ সার্বভৌম, স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শক হটি বিদ্যালংকার, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী, ব্রহ্মদেশের রাজা থিবোর সভার রাজপণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী, 'সম্বন্ধ নির্ণয়'-এর গ্রন্থকার লালমোহন বিদ্যানিধি, সর্পবিজ্ঞানী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাঁর পাণ্ডিত্যের গুণে শান্তিপুরে ছুটে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়- সেই বিশিষ্ট নৈয়ায়িক রাধামোহন গোস্বামী, ইংল্যাণ্ডে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত তথা আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী তথা প্রাথমিক শিক্ষাকে ইংরাজি মাধ্যম থেকে বাংলা মাধ্যমে আনা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা স্যার আজিজুল হক, বৌদ্ধশাস্ত্রের বিশিষ্ট গবেষক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত 'দেশিকোত্তম' নিত্যানন্দ গোস্বামী, মস্তিষ্কে তড়িৎ সংযোজন নিয়ে গবেষণায় সফল বিজ্ঞানী ডঃ বাসুকুমার বাগচী, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ তৈরির কারিগর বিশিষ্ট ভৌগলিক শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বেলুর মঠের নবম প্রেসিডেন্ট মাধবানন্দজী এবং কলকাতার 'শিশুমঙ্গল' হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দজী এবং বহু ভাষাবিদ ও ভারতবর্ষে প্রথম হিন্দিতে এম. এ. ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ নলিনী মোহন সান্যাল- এঁরা সকলেই শান্তিপুর মায়ের একেকটি অলঙ্কার। এঁদের বাদ দিয়ে শান্তিপুরের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা বৃথা।

এই শান্তিপুরে সেই অদ্বৈতাচার্যের আমল থেকে যেমন সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল, তেমনই ইংরেজ আমলের স্যার বমওয়েচ -এর সময় এখানে বেশ কয়েকটি ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও চালু হয়। পরবর্তীতে এখানকার মানুষদের শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে একে একে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু স্বাধীনতার আগুন যখন জ্বালানোর কাজ শুরু হয়েছে তখনও এই জনপদের যুবক-যুবতীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো কলেজ ছিল না। তদানীন্তন কালে শান্তিপুরে শিক্ষাদরদী মানুষের অভাব ছিলনা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্র, ডাঃ বিশ্বরঞ্জন রায়, দামোদর প্রামাণিক, হরিগোপাল সান্যাল, বিনায়ক সান্যাল, অনিল ভট্টাচার্য, শশী খাঁ, লাল মহম্মদ, অনন্ত সান্যাল, হরিদাস দে প্রমুখ ব্যক্তিরা শান্তিপুরে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপুর প্রাণ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ১৯৪৬ সালের এক বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিয়ে শান্তিপুরের ভাইবোনদের উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব রাখলেন, একই সঙ্গে শান্তিপুরবাসীর কাছে অর্থসাহায্য করার জন্য আবেদনও জানানো হলো। যেহেতু পণ্ডিত মৈত্র তখন ব্রিটিশ ভারতের সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন, তাই তাঁর প্রস্তাবের গুরুত্ব ছিল, গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মানুষ তার আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে সেই বছর থেকেই পণ্ডিত মৈত্রের নেতৃত্বে শান্তিপুরে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হ'ল। ইতোমধ্যে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার বহু মানুষ শান্তিপুরে চলে আসায় এখানে জনসংখ্যা যেমন স্ফীত হয়, তেমনই উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানেরও আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই অনুযায়ী উপরোক্ত ব্যক্তিরা অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। কিছুটা ফলপ্রসূ সাড়া পাওয়ার পর তাঁরা ঠিক করলেন বাইগাছির কাছে অটল বিহারি মৈত্রের খড়জলা বাগান বাড়িতে কলেজ করবেন। সেই অনুযায়ী তারা শিক্ষানুরাগী কিছু মানুষের সহায়তায় অটলবিহারী ট্রাস্টের কাছ থেকে খড়জলা বাগান বাড়ির ৪৭ বিঘা জমিসহ বাগান প্রায় ৩২ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। কিন্তু জমি কিনলেই তো হলনা, কলেজ শুরু করার মত ঘরদোর, আসবাব দরকার। খড়জলা বাগান বাড়িতে একটি দো-তলা বাড়ি ছিল। ঠিক হ'ল সেখানেই প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে তো প্রচুর টাকা প্রয়োজন। এই সময় লাল মহম্মদের কাছে শুনে ডাকঘর এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুল রেজ্জাক সাহেবের মা শিক্ষানুরাগী আবাদন্নেসা বিবি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের হাতে কলেজ নির্মাণের জন্য কিছু দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে খবর শুনে পণ্ডিত মৈত্র, হরিদাস দে, সুধাংশু পাল প্রমুখকে নিয়ে আবাদন্নেসা বিবির বাড়ি উপস্থিত হলে অবাদন্নেসা তার গহনার বাক্স ভেঙে সমস্ত গহনা (দুশো ভরিরও বেশি) পণ্ডিত মৈত্রর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেসময় সোনার ভরি ৪৫ টাকা ছিল এবং গহনাগুলি পরবর্তীতে বিক্রি করে দশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ওই টাকা দিয়েই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে প্রাথমিকভাবে কলেজ চালু করা সম্ভব হয়েছিল বলে জানা যায়। এমনকি প্রস্তাবিত কলেজের নাম 'শান্তিপুর কলেজ'ও আবাদন্নেসা বিবির প্রস্তাবেই রাখা হয়েছিল, তার আগে ঠিক হয়েছিল কলেজের নাম হবে শ্রীঅদ্বৈত কলেজ। শান্তিপুর কলেজ স্থাপনে একজন বিধবা ঘরণী আবাদন্নেসা বিবির এই দান আমরা কিন্তু সহজেই ভুলতে বসেছি।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, তা হ'ল কলেজ অনুমোদন নিয়ে পণ্ডিত মৈত্রের ভূমিকার কথা। কলেজ অনুমোদনের জমি পরিদর্শনের জন্য তিনি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের শান্তিপুরে আসার অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধ ফেলতে না পেরে তারা আসতে স্বীকৃত হন। শেষে জীপে করে শান্তিপুরে এসে কলেজের ঘন বনাঞ্চলের এই জমি দেখে তারা গাড়ি থেকে নামতে ভয় পান, বলেন ওই জঙ্গল মানেই বিষাক্ত সাপের উপদ্রব, আমরা যাবনা, অনেক অনুনয় বিনয়েও তারা রাজি না হওয়ায় শেষে পণ্ডিত মৈত্র নিজেই সোজা জঙ্গলের মধ্যে নেমে গিয়ে তাদের বললেন আমাকে কিন্তু সাপে কামড়ায় নি। তিনি ওই পরিদর্শক দলকে বলেছিলেন দেখুন, শহরের কোলাহল থেকে দূরে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে কলেজ আর কোথায় আছে? আর এখানে পড়বে শান্তিপুর এলাকার শ্রমজীবি পরিবারের ছেলেমেয়েরা- যাদের অন্য কলেজে পড়ার সামর্থ্য নেই। পণ্ডিত মৈত্রের এই জেদ ও একাগ্রতার কাছে হার মেনে এরপর তারা বাধ্য হন কলেজের অনুমোদন দিতে। এরপর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদকে ধরে তিনি অর্থ মঞ্জুরও করান।

প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ১৯৪৮ সালের ২২-এ জুলাই ৪৮ জন ছাত্র- ছাত্রী নিয়ে শান্তিপুর কলেজের সূচনা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে প্রথমে কলা বিভাগ চালু হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে চালু হয় বি. এস. সি। পরবর্তীতে বাণিজ্য এবং তারও পরে অনার্স চালু হয়। বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 'বি প্লাস' ক্যাটাগরির এই কলেজে ১০টি বিভাগে অনার্স চালু আছে। ১৯৪৮ সালে ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে কলেজের সূচনা হয়েছিল তার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা একসময় দশ হাজারের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। জেলায় আরও কলেজ থাকলেও কল্যানী থেকে করিমপুর - জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরাই এক কলেজে পড়ার জন্য ছুটে আসতেন এখানকার উচ্চমানের পড়াশোনার জন্য। শান্তিনিকেতনী ধাঁচে শিক্ষার চেষ্টায় এখানে অশোক, আমলকী ও হরিতকী গাছের নীচে মনোরম পরিবেশে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এরই মধ্যে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে পণ্ডিত মৈত্র নিদারুণ মানসিক আঘাত পান এবং দিন পনেরোর মধ্যে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ২৫ জুলাই ৫৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্মৃতিতে ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে কলেজে ৫০০ আসন বিশিষ্ট লক্ষ্মীকুঞ্জের উদ্বোধন করা হয়। উন্মুক্ত পরিবেশে পঠন-পাঠন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য এমন মনোরম পরিবেশে এই ধরণের ব্যবস্থা খুব কম কলেজে আছে।

শান্তিপুর কলেজের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল এখানকার অধ্যাপকমণ্ডলী। এত গুণী ও জ্ঞানী মানুষদের এই কলেজ পেয়েছে যে তাদের জন্যই কলেজ একসময় এগিয়ে গিয়েছে তার নিজস্ব ছন্দে। কৃতী ছাত্রছাত্রীও কম দেয়নি শান্তিপুর কলেজ। এই কলেজ থেকে পাশ করে বহু ছাত্রছাত্রীই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের সাফল্য ছিল ঈর্ষার মত। খুব বেশি দিনের নয়, সাম্প্রতিক কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর পরিচয় দিলে সচেতন পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। প্রথমে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের চিত্রটাই দেখা যাক। খুব বেশি পুরনো তথ্য না পাওয়া গেলে সম্প্রতি ২০২৫ সালে কলেজ থেকে পাশআউট আশিক ইকবাল শেখ বর্তমানে আমেরিকার কেন্ট ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে রয়েছেন, অধ্যাপক শান্তব্রত দাস রয়েছেন আইআইটি গুয়াহাটিতে, অধ্যাপক অনুপম প্রামাণিক রয়েছেন কামারপুকুর সারদা বিদ্যামহাপীঠ-এর ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে কর্মরত, ডঃ মৌমিতা ইন্দ্র রয়েছেন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার-এ। এই তালিকা আরও দীর্ঘ, উল্লেখ করা হ'ল কয়েটিমাত্র। পদার্থবিদ্যা বিভাগে রয়েছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও বেশি বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহসহ অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। এছাড়া কলেজের রসায়ন বিভাগও উন্নত। সাংসদ অলকেশ দাসের অর্থানুকূল্যে কলেজের রসায়নাগারও উন্নত হয়, চালু হয় কেমিষ্ট্রিতে অনার্স। সম্প্রতি কেমিষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ আউট ডঃ তাপস দেবশর্মা জার্মানিতে পোস্ট ডক্টরেট করে বর্তমানে আইআইটি খড়্গপুরে কর্মরত।

শান্তিপুর কলেজের ম্যাথ অনার্সের কথাই বলি। এই কলেজ পেয়েছে অধ্যাপক খন্দকার আব্দুলসালাম, অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন চৌধুরী (এস আর সি), অধ্যাপক রতনেশ মিশ্রের মত শিক্ষক মণ্ডলী। তাঁদের হাত ধরে শান্তিপুর কলেজের অঙ্ক বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে এই কলেজ থেকে ম্যাথ অনার্স নিয়ে পাশ করে ডঃ রফিকুল আলম এখন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ডঃ দেবাশিস সেন রয়েছেন আইআইটি কানপুরে, ডঃ সত্যজিৎ প্রামাণিক রয়েছেন আইআইটি গান্ধীনগরে, ডঃ উত্তম ঘোষ রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত বিভাগে, ডঃ নান্টু সরকারও রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে, ডঃ ব্রজেশ্বর পাল রয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডঃ অরূপ কুমার সাহা রয়েছেন এনসিইআরটি, ভুবনেশ্বরে। সেই ধারা বজায় রেখে বিগত শিক্ষাবর্ষে শান্তিপুর কলেজ থেকে ম্যাথ অনার্স নিয়ে পাস করা অয়ন কর্মকার বর্তমানে আইআইটি যোধপুরে পাঠরত রয়েছেন, অর্ণব দাস রয়েছেন আইআইটি ইন্দোরে, সুমন ভৌমিক রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিল যাদব পাঠরত রয়েছেন আইআইটি ভুবনেশ্বরে।

এসবই শান্তিপুর কলেজের দীর্ঘ গৌরবের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আলোর বিপরীতে অন্ধকারও থাকে। শান্তিপুর কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। এই কলেজের আলোকজ্জ্বল অতীতকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল গহন অন্ধকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যা মেঘাস্তীর্ণ মধ্যাহ্নের মতই গ্লানিকর। আশার কথা, বর্তমান কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্লানি দূর করে আবার শান্তিপুর কলেজকে মেঘমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু আদৌ কি সম্ভব হবে কলেজকে আবার গৌরবোজ্জ্বল দিনে ফিরিয়ে আনা? *আলোচনা আগামী সংখ্যায়।*